Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমরা কিরূপ দা'য়ী হব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উর্মিলা খানম

রোলঃ 23090120730

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমরা কিরূপ দা'য়ী হব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

উর্মিলা খানম

রোলঃ 23090120730

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আমরা কিরূপ দা'য়ী হব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে উর্মিলা খানম, আইডিঃ 23090120730 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আমরা কিরূপ দা'য়ী হব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

উর্মিলা খানম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

উর্মিলা খানম

আইডিঃ 23090120730

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

অধ্যায় ২: দা'য়ীর পরিচয় ও দাওয়াতের তাত্ত্বিক ভিত্তি 7

২.১ দা'য়ীর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ 7

অধ্যায় ৩: দা'য়ীর মৌলিক গুণাবলী 11

৩.১ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা 11

৩.২ জ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 11

৩.৩ নৈতিকতা ও সততা 12

৩.৪ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যশীল আচরণ 13

৩.৫ সমন্বয় ও সামাজিক দক্ষতা 13

৩.৬ উদারতা ও ক্ষমাশীলতা 14

৩.৭ নেতৃত্ব ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা 14

অধ্যায় ৪: দা'য়ীর আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রস্তুতি 16

৪.১ তাকওয়া ও আল্লাহভীতি 16

৪.২ আত্মশুদ্ধি ও ইবাদতের গুরুত্ব 16

৪.৪ মানসিক দৃঢ়তা ও ইতিবাচক চিন্তা 18

অধ্যায় ৫: দাওয়াতের পদ্ধতি 20

৫.১ পরিবারের মধ্যে দাওয়াতের ভূমিকা 20

৫.২ বন্ধু ও কমিউনিটিতে দাওয়াত 20

৫.৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কেন্দ্রের ব্যবহার 21

৫.৪ কর্মক্ষেত্রে ও পেশাগত পরিবেশে দাওয়াত 21

৫.৫ সামাজিক মিডিয়া ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দাওয়াত 22

৫.৬ বক্তৃতা, সেমিনার ও কর্মশালার কলাকৌশল 23

৫.৭ আধুনিক দা’য়ীদের পদ্ধতি (কেস স্টাডি) 23
৫.৮ সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে দাওয়াত 29
অধ্যায় ৬: দাওয়াতের কৌশল ও মনস্তত্ত্ব 30
৬.১ দাওয়াত গ্রহীতার মনস্তত্ত্ব ও স্বভাব বোঝার গুরুত্ব 30
৬.২ ‘আল-হিকমাহ’ (প্রজ্ঞা): কোমলতা, প্রজ্ঞা ও ব্যবহারের ভারসাম্য 31
৬.৩ সংশয় নিরসন: প্রশ্নোত্তর ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার শিল্প 32
৬.৪ ধাপে ধাপে দাওয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি (তারতিব) 33
অধ্যায় ৭: চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা (Challenges and Obstacles in Da'wah) 34
৭.১ সমাজে দা’য়ী হওয়ার চ্যালেঞ্জ 34
৭.২ প্রযুক্তি ও আধুনিকতার প্রভাব 34
৭.৩ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সীমাবদ্ধতা 35
৭.৪ ধর্মীয় বিতর্ক ও ভুল বোঝাবুঝি মোকাবিলা 35
৭.৫ রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার প্রভাব 35
৭.৬ ধর্মীয় চরমপন্থা ও বিদ্বেষ মোকাবিলা 36
অধ্যায় ৮: দা’য়ীর প্রভাব ও অবদান (Impact and Contributions of a Da’i) 38
৮.১ স্থানীয় সম্প্রদায়ে দা’য়ীর প্রভাব 38
৮.২ যুব সমাজ ও শিক্ষার্থীদের উপর প্রভাব 38
৮.৩ আন্তর্জাতিক প্রভাব ও উদাহরণ 39
৮.৪ সমাজ সংস্কার ও নৈতিক প্রভাব 39
৮.৫ দা’য়ীর শিক্ষা ও গবেষণায় অবদান 39
অধ্যায় ৯: উপসংহার (Conclusion) 40
৯.১ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ (Summary of Findings) 40
৯.২ দা’য়ীদের জন্য করণীয় সুপারিশ (Actionable Recommendations for Du'āt) 41

৯.৩ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দাওয়াতের দিকনির্দেশনা (Guidance for Future Generations of Da'wah).....42
অধ্যায় ১০: তথ্যসূত্র.....43

ভূমিকা

ইসলামে দা'য়ী হওয়া কেবল একটি ধর্মীয় কর্তব্য নয়, বরং এটি মানুষের নৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। একজন দা'য়ী তার আচরণ, কথা এবং জীবনধারার মাধ্যমে অন্যদের জন্য উদাহরণ স্থাপন করে, যাতে তারা আল্লাহর পথে পরিচালিত হয়। দা'য়ীর মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং মানবজাতিকে তাওহীদের আলোয় আলোকিত করে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত ন্যায়, সত্য ও শান্তির পথে পরিচালিত করা। তিনি মানুষকে শুধুমাত্র ইহলৌকিক কল্যাণের দিকে নয়, বরং পরকালীন মুক্তি ও আল্লাহর নৈকট্যের দিকেও আহ্বান করেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন—

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"আপনি আপনার প্রভুর পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।" (সুরা নাহল, আয়াত:১২৫)

ইসলামী দাওয়াত বিষয়ক গ্রন্থসমূহে দা'য়ীর আদর্শ চরিত্রের ব্যাখ্যা হিসেবে বলা হয়েছে:

"الداعية إلى الله بأحسن ما يكون، والصابر على أذى الناس، والحليم في دعوته، والمتواضع بينهم"

বাংলা অনুবাদ: "সেরা উপায়ে আল্লাহর পথে দাওয়াতকারী হও, মানুষের অপমান ও কষ্ট সহ্য করো, দাওয়াতে ধৈর্যশীল হও, এবং মানুষের মধ্যে বিনম্র হও।"

হাদিসে এসেছে:

"مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا"

বাংলা অনুবাদ: "যে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেবে, সে সকল অনুসারীর জন্য যে সওয়াব পাবেন, তার সমান সওয়াব অর্জন করবে এবং এটি তাদের সওয়াবের কোনো অংশ কমাবে না।"

এই হাদিসগুলো স্পষ্টভাবে দেখায় যে, একজন কার্যকর দা'য়ীর জন্য **ধৈর্য, বিনয়, নৈতিকতা এবং আল্লাহর পথে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা** অত্যন্ত জরুরি। একজন দা'য়ী কেবল বক্তৃতা বা লেখার মাধ্যমে নয়, বরং তার জীবন ও আচরণের মাধ্যমে অন্যদের পথপ্রদর্শন করে।

এই থিসিসে আমরা বিশ্লেষণ করব **আমরা কিরূপ দা'য়ী হব**, কাদের ধৈর্য, জ্ঞান ও নৈতিকতা আমাদের কার্যকর দা'য়ী হওয়ার পথে সহায়ক হবে। এছাড়াও হাদিস, বাস্তব উদাহরণ এবং কেস স্টাডির মাধ্যমে দা'য়ী হওয়ার ধাপ, পদ্ধতি ও চ্যালেঞ্জ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে।

অধ্যায় ২: দা'য়ীর পরিচয় ও দাওয়াতের তাত্ত্বিক ভিত্তি

২.১ দা'য়ীর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

২.১.১ দা'য়ীর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

এই অনুচ্ছেদে দা'য়ী পরিভাষাটির ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ এবং ইসলামী শরীয়তের আলোকে এর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

১. আভিধানিক বিশ্লেষণ:

- দা'য়ী (আরবি: داعي) শব্দটি আরবি মূল ধাতু *দা'আ* (دعا) থেকে উদ্ভূত, যার আভিধানিক অর্থ হলো: ডাকা, আহ্বান করা, বা আমন্ত্রণ জানানো।
- এর কর্তৃপদ হিসেবে দা'য়ী বলতে মূলত আহ্বানকারী, আমন্ত্রক, বা প্রচারক-কে বোঝায়।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা:

- ইসলামী পরিভাষায়, দা'য়ী হলেন সেই ব্যক্তি যিনি মানুষকে আল্লাহর পথে (দ্বীন ইসলামের দিকে) আহ্বান করেন। তিনি ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস (আকীদা), সঠিক জ্ঞান এবং সৎকাজের প্রতি উৎসাহিত করেন এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন।
- দা'য়ীর কাজের কেন্দ্রবিন্দু হলো দাওয়াত গ্রহীতার ইহকালীন ও পারলৌকিক সফলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আল্লাহর বিধানের দিকে আহ্বান করা।

৩. কুরআনের দৃষ্টিতে দা'য়ীর মর্যাদা:

- আল্লাহ তা'আলা দা'য়ীর কাজকে মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম উক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ

বাংলা অনুবাদ:

"আর সেই ব্যক্তির কথা কার উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে— 'নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।'" (সূরা ফুসসিলাত ৪১:৩৩)

২.১.২ দা'য়ী হওয়ার তাত্ত্বিক ভিত্তি ও অপরিহার্যতা

দা'য়ীর দায়িত্বটি কেন কেবল ঐচ্ছিক নয় বরং উম্মাহর একটি মৌলিক দায়িত্ব, তার তাত্ত্বিক ভিত্তি নিচে তুলে ধরা হলো:

১. নবুওয়াতের উত্তরাধিকার: দা'য়ীর কাজটি হলো সকল নবী-রাসূলগণের (আ.) মৌলিক দায়িত্বের ধারাবাহিকতা। নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাতের পর তাঁর উম্মত এই কাজের উত্তরাধিকার লাভ করেছে।

২. উম্মতের কর্তব্য: দাওয়াহর কাজটি সাধারণভাবে ফরযে কিফায়াহ (সামষ্টিক দায়িত্ব) হিসেবে গণ্য। অর্থাৎ, উম্মতের একটি দল এই কাজ করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যায়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে (যেমন: কোনো স্থানে দাওয়াতের কাজ কেউ না করলে বা ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ছড়ালে) এটি ফরযে আইন (ব্যক্তিগত দায়িত্ব)-এ পরিণত হতে পারে।

৩. রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ: নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর উম্মতকে এই দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

বাংলা **অনুবাদ:**

"আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।" (সহীহ বুখারী)

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, প্রতিটি মুসলিম তার জানা সঠিক জ্ঞান অনুসারে একজন দা'য়ী।

২.১.৩ দা'য়ীর প্রকারভেদ ও শ্রেণিবিভাগ

দাওয়াহর কাজের প্রকৃতি, জ্ঞানের গভীরতা ও দায়িত্বের ভিন্নতা অনুসারে দা'য়ীকে প্রধানত দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভাগ করা যায়:

ক. জ্ঞানের গভীরতা ও দায়িত্বের প্রকৃতির ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ

প্রকার	বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা

১. সাধারণ দা'য়ী	প্রত্যেক মুসলিম যিনি নিজ আচরণ, নৈতিকতা ও স্বল্প জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবার বা ব্যক্তিগত পরিসরে মানুষকে সৎকাজের আহ্বান জানান। এঁদের দাওয়াত অনানুষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত।
২. বিশেষজ্ঞ দা'য়ী	যারা ইসলামী শরীয়াহ, আকীদা ও দাওয়াহর কৌশল বিষয়ে গভীর ও সুসংগঠিত জ্ঞান রাখেন। সাধারণত আলিম, মুফতি বা দাওয়াহর কাজে পূর্ণকালীন নিবেদিত ব্যক্তিরা এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।
৩. প্রাতিষ্ঠানিক দা'য়ী	যারা নির্দিষ্ট দাওয়াহ সংস্থা বা সংগঠনের অধীনে নিয়মতান্ত্রিক কর্মপন্থা অনুসরণ করে বৃহৎ পরিসরে দাওয়াতের কাজ করেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট থাকেন।

খ. দাওয়াতের পদ্ধতির ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ (কুরআনের আলোকে)

এই শ্রেণিবিভাগটি দাওয়াহর কৌশলগত দিকটি তুলে ধরে, যা সূরা নাহল (১৬:১২৫)-এর মূলনীতি অবলম্বনে তৈরি:

প্রকার	**দাওয়াতের মূল পদ্ধতি (আরবি পরিভাষা)**	**কৌশল ও প্রধান বৈশিষ্ট্য**
১. প্রজ্ঞার দা'য়ী	الحكمة (আল-হিকমাহ)	দাওয়াত গ্রহীতার মানসিকতা, পরিবেশ এবং জ্ঞানের স্তর বিবেচনা করে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বক্তব্য পেশ করেন। এই দা'য়ী স্থান-কাল-পাত্রভেদে কৌশল নির্ধারণে পারদর্শী।

২. উত্তম উপদেশের দা'য়ী	الموعظة الحسنة (আল-মাও'ইজাতুল হাসানা)	কোমল ভাষা, আন্তরিকতা ও অনুপ্রেরণামূলক উপদেশের মাধ্যমে হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করে মানুষকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন।
৩. উত্তম বিতর্কের দা'য়ী	وجادلهم بالتي هي أحسن (বি-আল্লাতি হিয়া আহসান)	প্রয়োজনবোধে গভীর জ্ঞান ও যুক্তি ব্যবহার করে, বিনয় ও সম্মানের সাথে, সংশয়বাদী বা ভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে আলোচনা ও বিতর্ক করেন।

অধ্যায় ৩: দা'য়ীর মৌলিক গুণাবলী

৩.১ ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

দা'ওয়াতের পথে ধৈর্য (صبر) ও সহিষ্ণুতা (تحمُّل) দা'য়ীর অন্যতম মৌলিক গুণ। নবীগণ তাদের দাওয়াতের জীবনে কঠোর বিরোধিতা, উপহাস ও নির্যাতন সত্ত্বেও ধৈর্য ধারণ করেছেন।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

"তুমি ধৈর্য ধারণ কর; তোমার ধৈর্য আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কিছুই নয়।" *(সূরা আন-নাহল, আয়াত ১২৭)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

"কাউকে ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও বিস্তৃত কোনো দান দেওয়া হয়নি।" *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৬৯)*

দা'য়ীর জন্য ধৈর্য একটি অন্তর্নিহিত শক্তি। এটি তাকে বিপদের মুহূর্তে স্থির রাখে এবং তার দাওয়াতকে কার্যকর করে তোলে।

৩.২ জ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

একজন দা'য়ী যদি জ্ঞানহীন হয়, তবে তার দাওয়াত ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে। ইসলামের দাওয়াত কখনো আবেগ নয়, বরং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

“বলুন, এটাই আমার পথ—আমি ও যারা আমাকে অনুসরণ করে, আমরা আল্লাহর পথে আহ্বান করি জ্ঞানের ভিত্তিতে।”
(সূরা ইউসুফ, আয়াত ১০৮)
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।”
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১)
সুতরাং একজন দা’য়ীর জন্য কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী ইতিহাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

৩.৩ নৈতিকতা ও সততা

দা’য়ীর নৈতিকতা তার দাওয়াতের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করে। সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও আমানতদারিতা দা’য়ীর ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।”
(সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১১৯)
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ

“তোমরা সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে ধরো; কারণ সত্য মানুষকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে।”
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৯৪)

একজন দা'য়ীর উচিত তার কথাবার্তা, আচরণ ও লেনদেনে সর্বদা সততার প্রতিফলন ঘটানো।

৩.৪ আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যশীল আচরণ

দা'য়ীর জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ (ضبط النفس) একটি অপরিহার্য গুণ। রাগ, অহংকার ও আবেগের বশবর্তী হয়ে কেউ দাওয়াতের সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

"যারা রাগ সংযম করে ও মানুষকে ক্ষমা করে।"
(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَ الْغَضَبِ

"শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয়, যে অন্যকে পরাস্ত করে; বরং প্রকৃত শক্তিশালী সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।"
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১১৪)

আত্মনিয়ন্ত্রণ দা'য়ীকে সমাজে মর্যাদাবান ও আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

৩.৫ সমন্বয় ও সামাজিক দক্ষতা

দা'য়ীর জন্য সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, মানুষের মানসিকতা বোঝা এবং সুন্দরভাবে কথা বলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَس

"আপনি আপনার প্রভুর পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।"
(সূরা আন-নাহল, আয়াত ১২৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا

"সহজ করো, কঠিন করো না; আনন্দের বার্তা দাও, বিমুখ করো না।" *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯)**

দা'য়ী যদি সমাজের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতাপূর্ণ হন, তবে মানুষ তার দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

৩.৬ উদারতা ও ক্ষমাশীলতা

একজন দা'য়ীকে মানুষের প্রতি উদার হতে হয়, কারণ দাওয়াতের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নিকটবর্তী করা, দূরে ঠেলে দেওয়া নয়।

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"ক্ষমাকে অবলম্বন কর, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।"

(সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৯৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা ক্ষমাশীল ছিলেন। তায়েফের ঘটনা তার উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি নিপীড়নের পরও বলেছিলেন:

"হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হিদায়াত দাও, তারা জানে না।" *(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৩১)*

উদারতা ও ক্ষমাশীলতা দা'য়ীর হৃদয়কে প্রশান্ত রাখে এবং মানুষের হৃদয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায়।

৩.৭ নেতৃত্ব ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা

একজন সফল দা'য়ী শুধু বক্তা নয়, বরং একজন প্রজ্ঞাবান নেতা। তাকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে জানতে হয়।

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"তুমি তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর কাজের ব্যাপারে" *(সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯) এর অংশবিশেষ।*

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন পরামর্শপ্রিয় নেতা, যিনি সাহাবীদের মতামত গ্রহণ করতেন এবং তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করতেন।

একজন দা'য়ীরও উচিত নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করা, যাতে তিনি সমাজে দাওয়াতি কাজের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন।

অধ্যায় ৪: দা'য়ীর আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রস্তুতি

দাওয়াতের পথে একজন দা'য়ীর জন্য আধ্যাত্মিক ও মানসিক প্রস্তুতি অপরিহার্য। আল্লাহভীতি, আত্মশুদ্ধি, দোয়া এবং ইতিবাচক মানসিকতা তার দাওয়াতকে শক্তিশালী করে এবং বিপদের মুহূর্তেও স্থির রাখে।

৪.১ তাকওয়া ও আল্লাহভীতি

সংজ্ঞা ও গুরুত্ব:

তাকওয়া হল আল্লাহর প্রতি ভয় ও অনুগত্যের সমন্বয়। একজন দা'য়ী যদি আল্লাহভীতি ধারণ করেন, তবে তার দাওয়াত ন্যায় এবং প্রজ্ঞার সাথে পরিচালিত হয়।

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

"আর আল্লাহকে ভয়কারী ব্যক্তি আল্লাহ তার জন্য পথ বের করে দেবেন।"

(সূরা আত-তারিক, আয়াত ৫)

নবী যুগের প্রাথমিক দা'য়ীরা কুরাইশ বংশীয় সাহাবীগণ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তাকওয়া, সাহস ও বিনয়ই ছিল দাওয়াতের মূল শক্তি। এ বিষয়ে একটি বিখ্যাত উক্তি আছে

أَتْقَاكُمْ أَهْلُ قُرَاشٍ وَأَشَدُّكُمْ تَقْوَى

"তোমাদের মধ্যে কুরাইশগণই সবচেয়ে তাকওয়াবান এবং শক্তিশালী আল্লাহভীতিসম্পন্ন।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৮৬)

বিশ্লেষণ:

আল্লাহভীতি দা'য়ীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করে। এটি তাকে ভুল পথে পরিচালিত হতে থেকে রক্ষা করে এবং দাওয়াতকে কার্যকর করে।

৪.২ আত্মশুদ্ধি ও ইবাদতের গুরুত্ব

দা'য়ীকে নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ রাখতে হবে। আত্মশুদ্ধি (تزكية النفس) ব্যক্তির চরিত্র ও দাওয়াতের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। ইবাদত যেমন নামাজ, কোরআন পাঠ ও রোজা, দা'য়ীর হৃদয়কে আল্লাহর প্রতি সংযুক্ত রাখে।

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

"নিশ্চয়ই সফল হয়েছে সে ব্যক্তি, যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে।"
(সূরা আশ-শামস, আয়াত ৯)

হাদীস:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

أَحَبُّ العِبَادِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হলো যে মানুষদের জন্য সবচেয়ে উপকারী।"
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৩৫)

বিশ্লেষণ:

আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি দা'য়ীকে ধৈর্যশীল, উদার ও নৈতিকভাবে শক্তিশালী করে।

৪.৩ দোয়া ও আল্লাহর উপর ভরসা

দাওয়াতের পথে দোয়া (دعاء) অপরিহার্য। এটি আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে দা'য়ীর আত্মবিশ্বাস ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"তোমাদের প্রভু বলেছেন, 'আমাকে ডেকো, আমি তোমাদের ডাক গ্রহণ করব।'"
(সূরা গাফির, আয়াত ৬০)

হাদীস:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

الدُّعَاءُ هُوَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

"দোয়া হলো একজন মু'মিনের অস্ত্র।"
(সহীহ তিরমিজি, হাদীস নং ৩৭৫১)

বিশ্লেষণ:

আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা দা'য়ীকে স্থির রাখে, বিপদে আতঙ্ক কমায় এবং দাওয়াতের প্রতি দৃঢ়তা আনে।

৪.৪ মানসিক দৃঢ়তা ও ইতিবাচক চিন্তা

দাওয়াতের পথে একমাত্র ধৈর্য ও দোয়া যথেষ্ট নয়; একজন দা'য়ীকে মানসিক দৃঢ়তা এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা অর্জন করতে হবে। প্রতিকূলতা, অপমান বা বিরোধিতার মুখোমুখি হলেও তার মনোবল অটুট থাকতে হবে।

কুরআনের দৃষ্টিতে মানসিক দৃঢ়তা

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"নিশ্চয়ই কঠিনতার সঙ্গে সহজতা আসে।"
(সূরা আশ-শারহ, আয়াত ৬)

لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"অবিশ্বাসী বা হতাশ হইও না; তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ অবস্থায় থাকবে।"
(সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৩৯)
এই আয়াতগুলো দা'য়ীর মানসিক দৃঢ়তার জন্য শক্তিশালী প্রেরণা দেয়।

হাদীসের নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف

"শক্তিশালী মু'মিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মু'মিনের চেয়ে উত্তম ও প্রিয়।"
(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬১৪)

এটি দা'য়ীকে নির্দেশ দেয় যে মানসিক শক্তি অর্জন করা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নয়, বরং দাওয়াতের কার্যকারিতার জন্য অপরিহার্য।

ইতিবাচক চিন্তার গুণাবলী

১. সমস্যা সমাধানে উদ্যমী মনোভাব: প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নতুন কৌশল ও পথ খুঁজে বের করা।

২. ভুল-বিভ্রান্তি থেকে শেখার মনোভাব: ব্যর্থতা যেন হতাশার কারণ না হয়ে শেখার সুযোগ হয়।

৩. সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি: দাওয়াতের বার্তা মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলতে নতুন ধারণা ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা।

৪. ধৈর্য ও স্থিরতা: বিপদে আত্মসংযম ও নৈতিক মান বজায় রাখা।

৫. প্রেরণা ও অনুপ্রেরণাদায়ক মনোভাব: নিজের এবং অন্যদের জন্য আশা ও উৎসাহ বজায় রাখা।

বাস্তব জীবনের প্রয়োগ

- নবী ﷺ-এর দাওয়াতিক জীবন প্রতিফলিত করে দেখায়, কঠোর পরিস্থিতিতে তিনি ধৈর্য এবং ইতিবাচক মনোভাব বজায় রেখেছেন। যেমন, তায়েফের ঘটনা এবং মক্কার কষ্টকর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, তিনি আশা হারাননি।
- সাহাবায়ে কেরামও প্রায়শই বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু ইতিবাচক চিন্তাভাবনা ও দৃঢ় মনোবল তাদের দাওয়াতকে সফল করেছে।

বিশ্লেষণ:

মানসিক দৃঢ়তা ও ইতিবাচক চিন্তাভাবনা একজন দা'য়ীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে, সমাজে প্রভাব বাড়ায় এবং তার দাওয়াতকে কার্যকর করে। এগুলোই তাকে বিপদের মুহূর্তে স্থির রাখে এবং দাওয়াতে সহায়তা করে।

অধ্যায় ৫: দাওয়াতের পদ্ধতি

দাওয়াতের সফলতা নির্ভর করে কৌশল, মানসিক প্রস্তুতি ও প্রাসঙ্গিক পদ্ধতির উপর। একজন দা'য়ীকে সামাজিক, শিক্ষা, পেশাগত এবং ডিজিটাল ক্ষেত্রগুলোতে মানুষের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে এবং তার বার্তা হৃদয়স্পর্শী ও প্রভাবশালী করতে হবে।

৫.১ পরিবারের মধ্যে দাওয়াতের ভূমিকা

পরিবার হলো সমাজের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। বাবা-মায়ের দাওয়াত শিশু ও কিশোরদের মনোভাব, নৈতিকতা ও চিন্তাভাবনা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নিয়মিত আলাপ-আলোচনা, কোরআন শিক্ষা ও দাওয়াতমুলক গল্প শিশুদের হৃদয়ে ইসলামের বার্তা গভীরভাবে স্থাপন করে।

কার্যকর কৌশল:

- পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সময়ে ইসলামী মূল্যবোধ আলোচনা।
- ছোট ছোট উদাহরণ ও দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা।
- ধৈর্য ও উদারতা দেখিয়ে দাওয়াতের প্রভাব বৃদ্ধি।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

(সূরা তাহা, আয়াত ১৩১)

"তোমার পরিবারকে নামাজ আদেশ করো এবং এতে ধৈর্য ধারণ করো।"

৫.২ বন্ধু ও কমিউনিটিতে দাওয়াত

বন্ধু এবং সম্প্রদায় দাওয়াতের সামাজিক প্রভাব বাড়ায়। সদয় আচরণ, সহানুভূতি এবং মানবিক উদাহরণ ব্যবহার করে বার্তা গ্রহণযোগ্য করা যায়। কমিউনিটিতে দাওয়াতের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কও শক্তিশালী হয় এবং মানুষের আস্থা বৃদ্ধি পায়।

কার্যকর কৌশল:

- বন্ধুদের মধ্যে ইসলামের নৈতিকতা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন।

- কমিউনিটি ইভেন্ট, সমাজসেবা ও মানবিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ।
- বিতর্ক বা আলোচনা পরিচালনা করে জ্ঞান বৃদ্ধি ও বার্তা স্পষ্ট করা।

الدين النصيحة *(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৬)*

"ধর্ম হলো পরামর্শ ও সতর্কবার্তা।"

৫.৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কেন্দ্রের ব্যবহার

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দাওয়াতের অন্যতম কার্যকর ক্ষেত্র। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিকতা, সহমর্মিতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাওয়াতের জন্য নিরাপদ, পদ্ধতিগত এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ প্রদান করে।

কার্যকর কৌশল:

- কোরআন, হাদীস ও ইসলামী ইতিহাসের আলোকে ক্লাসরুম আলোচনা।
- শিক্ষার্থীদের জন্য সৃজনশীল প্রজেক্ট, নাটক বা উপস্থাপনা।
- শিক্ষকদের মাধ্যমে মডেল আচরণ প্রদর্শন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র জ্ঞান প্রদান করে না, বরং দাওয়াতের নৈতিক ও সামাজিক দিকও স্থাপন করে।

৫.৪ কর্মক্ষেত্রে ও পেশাগত পরিবেশে দাওয়াত

কর্মক্ষেত্র হল প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। সৎ আচরণ, সহযোগিতা এবং উদার মনোভাব দিয়ে দাওয়াতকে প্রমাণমূলক করা যায়। কর্মক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ সততা, সময়ানুবর্তিতা ও সহকর্মীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো সবচেয়ে কার্যকর।

কার্যকর কৌশল:

- ছোট উদাহরণ দেখানো, যেমন সাহায্য করা বা নৈতিক আচরণ।
- পেশাগত সততা ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রদর্শন।
- সমালোচনা ও বিরোধ মোকাবেলায় ধৈর্য ও প্রজ্ঞা।

কাজের মাধ্যমে উদাহরণ দেখানো দাওয়াতের সবচেয়ে শক্তিশালী পদ্ধতি।

৫.৫ সামাজিক মিডিয়া ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দাওয়াত

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যেমন ফেসবুক, ইউটিউব, টেলিগ্রাম, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি দাওয়াত বিস্তারের সুযোগ দেয়। সংক্ষিপ্ত ভিডিও, ব্লগ, পোস্ট এবং ইন্টারেক্টিভ কনটেন্ট ব্যবহার করে বার্তা সহজে পৌঁছানো যায়।

কার্যকর কৌশল:

- টার্গেট অডিয়েন্স অনুযায়ী কনটেন্ট তৈরি।
- আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য ভাষা ব্যবহার।
- প্রাসঙ্গিক দিকনির্দেশ ও আধ্যাত্মিক পরামর্শ যুক্ত করা।

আধুনিক দা'য়ীদের জন্য ডিজিটাল উপস্থিতি অপরিহার্য।

৫.৬ বক্তৃতা, সেমিনার ও কর্মশালার কলাকৌশল

সরাসরি বক্তৃতা ও সেমিনার প্রভাবশালী। প্রস্তুতিপূর্ণ পরিকল্পনা, প্রাসঙ্গিক উদাহরণ এবং শ্রোতাদের সঙ্গে সংযোগ বক্তব্যকে হৃদয়স্পর্শী করে।

কার্যকর কৌশল:

- বক্তব্যে গল্প, উদাহরণ ও কেস স্টাডি ব্যবহার।
- শ্রোতাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং প্রশ্ন-উত্তর।
- ধৈর্য ও নম্রতার সঙ্গে বক্তব্য উপস্থাপন।

خاطِرَةٌ مُؤَثِّرَةٌ تَصِلُ إِلَى الْقُلُوبِ

"প্রভাবশালী বক্তব্য হৃদয়ে পৌঁছায়"।

৫.৭ আধুনিক দা'য়ীদের পদ্ধতি (কেস স্টাডি)

আধুনিক যুগে দাওয়াতের ক্ষেত্র প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। আজকের দা'য়ীরা মসজিদ, মাদরাসা কিংবা সভা-সম্মেলনের সীমা অতিক্রম করে বিশ্বজুড়ে অনলাইন ও অফলাইন—উভয় মাধ্যমেই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছেন। নিচে আধুনিক দা'য়ীদের কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যপদ্ধতির কেস স্টাডি তুলে ধরা হলো।

কেস স্টাডি–১: ড. জাকির নায়েক (Dr. Zakir Naik)

ড. জাকির নায়েক আধুনিক দা'য়ীদের মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তিনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে যুক্তি, বিজ্ঞান ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বকে একত্রিত করে ইসলামকে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

তার দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য:

- যুক্তি, বিজ্ঞান ও ধর্মীয় পাঠ্যের আলোকে দাওয়াতের উপস্থাপন।

- কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ (যেমন বাইবেল, বেদ, উপনিষদ ইত্যাদি) উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলামের সার্বজনীনতা ব্যাখ্যা।
- আধুনিক যোগাযোগমাধ্যম যেমন Peace TV ও ইউটিউব ব্যবহার করে বৈশ্বিক দাওয়াত প্রচার।

শিক্ষণীয় দিক:

তার দাওয়াতের পদ্ধতি শেখায় যে, আধুনিক দা'য়ীকে শুধুমাত্র বক্তা নয়, বরং জ্ঞাননির্ভর ও প্রমাণভিত্তিক চিন্তাবিদ হতে হবে।

কেস স্টাডি–২: নোমান আলী খান (Nouman Ali Khan)

নোমান আলী খান আধুনিক তরুণ সমাজের কাছে ইসলামকে সহজ, ভাষাগত ও হৃদয়গ্রাহীভাবে তুলে ধরেছেন।

তার দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য:

- কুরআনের ভাষাগত গভীরতা ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োগ একসঙ্গে ব্যাখ্যা করা।
- অনলাইন প্ল্যাটফর্ম (ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি) ব্যবহার করে দাওয়াত প্রচার।
- তরুণদের বোঝার উপযোগী সহজ ভাষা ও জীবন্ত উদাহরণ প্রয়োগ।

শিক্ষণীয় দিক:

তার পদ্ধতি তরুণ সমাজকে কুরআনের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছে এবং ইসলামকে জটিল নয়, বরং জীবনের পথনির্দেশ হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

কেস স্টাডি-৩: শায়খ আহমাদুল্লাহ

ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাস যত দীর্ঘ, তার পদ্ধতির বিবর্তনও তত বৈচিত্র্যময়। আধুনিক যুগে যখন প্রযুক্তি, শিক্ষা ও যোগাযোগের ধরন আমূল পরিবর্তিত হয়েছে, তখন দাওয়াতের ক্ষেত্রেও এসেছে নবজাগরণ। এই নতুন প্রজন্মের দা'য়ীদের মধ্যে অন্যতম প্রভাবশালী নাম **শায়খ আহমাদুল্লাহ**, যিনি ইসলামের মৌলিক চেতনা ও আধুনিকতার সমন্বয়ে এক অনন্য দাওয়াতি ধারা গড়ে তুলেছেন।

৫.৭.১ শায়খ আহমাদুল্লাহর প্রারম্ভিক জীবন ও শিক্ষাজীবন-

শায়খ আহমাদুল্লাহ বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ, বক্তা ও সমাজসেবক।

তিনি ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞানচর্চাতেও সমান মনোযোগী ছিলেন।

তাঁর বক্তৃতা ও গবেষণামূলক কর্মে একদিকে যেমন প্রমাণিত হয় ইসলামের মূলনীতি ও যুক্তিনির্ভর উপস্থাপন, অন্যদিকে দেখা যায় এক বাস্তবমুখী মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি।

তাঁর কণ্ঠে ইসলাম কেবল ধর্ম নয়, বরং জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা হিসেবে প্রকাশিত হয়।

৫.৭.২ আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের সূচনা ও নেতৃত্বে তাঁর ভূমিকা

"আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ **ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)**।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় ছাত্র - শায়খ আহমাদুল্লাহ দায়িত্ব গ্রহণ করে সংগঠনটিকে নতুন গতিতে পরিচালনা করেন।

তিনি সংগঠনটির কার্যক্রমকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিস্তৃত করেন এবং দাওয়াত, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণে এক বহুমাত্রিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত করেন।

বর্তমানে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন কেবল একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়; বরং এটি একটি **বহুমাত্রিক মানবকল্যাণমূলক ও শিক্ষা-উন্নয়ন কেন্দ্র**, যার মাধ্যমে হাজারো মানুষ সরাসরি ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

৫.৭.৩ ফাউন্ডেশনের আধুনিক কর্মসূচি ও দাওয়াতের প্রসার

শায়খ আহমাদুল্লাহর নেতৃত্বে ফাউন্ডেশনটি একদিকে ইসলামের বার্তা প্রচারে, অন্যদিকে সমাজগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অনন্য ভূমিকা পালন করছে।

এর কার্যক্রমগুলো সুচিন্তিত ও বহুমুখী, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

1. **যাকাত ও সদকা প্রকল্প:**

   দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কেবল অর্থ সাহায্য প্রদান নয়, বরং তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া।

নারীদের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা, দর্জি প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প ও অনলাইন উদ্যোগে সহায়তা প্রদান করা হয়।

বহু পরিবারকে নিজস্ব ঘর নির্মাণে সহায়তা দেওয়া হয়েছে, যা ইসলামী কল্যাণনীতির এক উজ্জ্বল প্রতিফলন।

2. **ভোকেশনাল ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ:**

আধুনিক যুগের চাহিদা অনুযায়ী ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্যাশন ডিজাইন, ব্লক-বাটিক ও তথ্যপ্রযুক্তি-ভিত্তিক নানা কোর্স পরিচালিত হচ্ছে।

এসব কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণ-তরুণীরা দক্ষতা অর্জন করে দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে।

3. **শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগ:**

ফাউন্ডেশনটি ইসলামী জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, অনলাইন ক্লাস, ইসলামিক সাহিত্য প্রকাশ ও অনুবাদ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

এছাড়াও 'আস-সুন্নাহ একাডেমি'র মাধ্যমে কোরআন-হাদীসের পঠনপাঠনকে আধুনিক শিক্ষার সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

4. **দাওয়াত ও মিডিয়া কার্যক্রম:**

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হাজারো মানুষকে ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত করতে ফাউন্ডেশন নিয়মিত ভিডিও, বক্তৃতা ও সংক্ষিপ্ত দাওয়াতি বার্তা প্রকাশ করে।

এভাবে শায়খ আহমাদুল্লাহ **ডিজিটাল দাওয়াতের নতুন অধ্যায়** উন্মোচন করেছেন।

৫.৭.৪ ইসলামী খিলাফাহ ও সামাজিক ন্যায়বোধের প্রতিফলন

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম কেবল সেবা নয়, বরং ইসলামী খিলাফাহর মূল নীতি — **ন্যায়, সমতা ও দায়িত্ববোধ** — এর বাস্তব রূপ।

তিনি যাকাত ব্যবস্থাকে ব্যবহার করেছেন ইসলামিক অর্থনৈতিক ন্যায়বণ্টনের জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে।

এ যেন এমন এক সমাজব্যবস্থার ক্ষুদ্র রূপ, যেখানে প্রত্যেকে অন্যের কল্যাণে নিজেকে নিবেদন করে।

শায়খ আহমাদুল্লাহর দাওয়াতি বার্তায় বারবার উঠে আসে —

"দাওয়াত কেবল মুখের কথা নয়;
এটি এক জীবনব্যাপী কর্মযজ্ঞ,
যেখানে কথা ও কর্ম এক হয়ে যায়।"

৫.৭.৫ আধুনিক দা'য়ীর আদর্শ রূপ হিসেবে শায়খ আহমাদুল্লাহ

তাঁর দাওয়াতে যেমন কোরআন-সুন্নাহর পরিশুদ্ধতা রয়েছে, তেমনি আধুনিক প্রেক্ষাপট ও যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণও বিদ্যমান।

তিনি প্রমাণ করেছেন, আধুনিক দা'য়ী হওয়া মানে কেবল বক্তা হওয়া নয়; বরং সমাজ পরিবর্তনের বাস্তব কর্মী হওয়া।

তাঁর ফাউন্ডেশনের প্রতিটি কার্যক্রম যেন সেই বার্তারই বাস্তব রূপ — যেখানে দাওয়াত, শিক্ষা, প্রযুক্তি, নৈতিকতা ও মানবসেবা একসূত্রে গাঁথা।

তিনি আধুনিকতার মধ্যে থেকেও ইসলামের মূল চেতনা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

তার ফলে অনেকে, যারা আগে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখতেন, তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য, মানবিকতা ও যুক্তিনির্ভরতা নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন।

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম এবং শায়খ আহমাদুল্লাহর নেতৃত্বে এর প্রসার প্রমাণ করে যে —

দাওয়াত মানে শুধু ধর্মীয় প্রচার নয়; এটি এক পূর্ণাঙ্গ সামাজিক রূপান্তর প্রক্রিয়া।

তিনি আধুনিকতার সুযোগকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করেছেন, যেখানে প্রযুক্তি ও জ্ঞান মানবকল্যাণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তাঁর জীবন ও দাওয়াতের বার্তা আমাদের শিখিয়ে দেয় —
"তুমি যদি চাও ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হোক,
তবে নিজেই ইসলামের জীবন্ত প্রতীক হয়ে ওঠো।"
এই চেতনা ও কর্মই তাঁকে আমাদের সময়ের এক বিশিষ্ট ও আধুনিক দা'য়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই কেস স্টাডিগুলো আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আধুনিক দা'য়ী কেবল বক্তা নয়; তিনি সমাজ পরিবর্তনকারী, শিক্ষাবিদ, প্রযুক্তি ব্যবহারকারী ও নৈতিক নেতৃত্বের প্রতীক।
শায়খ আহমাদুল্লাহর কার্যক্রম দেখিয়েছে কিভাবে ইসলামের আদর্শ ও খিলাফাহর নীতিগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য হতে পারে।
ড. জাকির নায়েক প্রমাণ করেছেন কিভাবে সর্বধর্মীয় শিক্ষার মধ্য দিয়ে ইসলামের বার্তা সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, যেখানে জ্ঞান ও তর্কের মাধ্যম মানুষের হৃদয়ে আলোকসজ্জা ঘটায়।
নোমান আলী খান দেখিয়েছেন কিভাবে সরল ও শিক্ষামূলক দাওয়াত সত্যিকার অর্থে মানুষের জীবন ও বিশ্বাসকে পরিবর্তন করতে পারে।

এই তিন দা'য়ীর কার্যক্রম আমাদের শেখায়—যদি আমরা সঠিক শিক্ষা, নৈতিক দিকনির্দেশনা এবং সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে দাওয়াত করি, তবে সমাজের প্রতিটি স্তরে ইসলামের আলো ছড়ানো সম্ভব, এবং আধুনিক দাওয়াতকে প্রভাবশালী, বাস্তবসম্মত ও টেকসই করা যায়।
অতএব, আধুনিক দা'য়ী কেবল ব্যক্তি নয়; তিনি সমাজ ও মানবতার জন্য একটি দৃষ্টান্ত, যা ভবিষ্যতের দাওয়াতের পথকে আলোকিত করে।

৫.৮ সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে দাওয়াত

দা'য়ীকে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দাওয়াত দিতে হবে। স্থানীয় ভাষা, প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা বার্তাকে গ্রহণযোগ্য করে।

কার্যকর কৌশল:

- ভাষাগত সহজতা ও স্থানীয় শব্দচয়ন ব্যবহার।
- সাংস্কৃতিক উদাহরণ এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ।
- মানবিক মনোভাব ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা।
-

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ

(সূরা আত-তাকওয়া, আয়াত ১০৫)

"বলুন, কাজ করো, আল্লাহ তোমাদের কাজ দেখবেন।"

অধ্যায় ৬: দাওয়াতের কৌশল ও মনস্তত্ত্ব

(Da'wah Strategy and Psychology)

দাওয়াত কেবল জ্ঞানের প্রচার নয়; এটি মানুষের হৃদয়ে সত্যের আলো প্রজ্বলিত করার এক সূক্ষ্ম প্রজ্ঞাময় শিল্প। একজন সফল দা'য়ীকে মানুষের স্বভাব, মানসিকতা ও আবেগের সূক্ষ্ম দিকগুলো বুঝে জ্ঞানের সঙ্গে প্রজ্ঞা, যুক্তির সঙ্গে কোমলতা এবং বক্তব্যের সঙ্গে আদর্শিক আচরণকে একত্রে ধারণ করতে হয়।

৬.১ দাওয়াত গ্রহীতার মনস্তত্ত্ব ও স্বভাব বোঝার গুরুত্ব

৬.১.১ মনস্তাত্ত্বিক প্রকারভেদ ও দাওয়াতে তার প্রভাব

প্রত্যেক মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া আলাদা। দাওয়াতের ক্ষেত্রে একজন দা'য়ীকে বুঝতে হবে—

- অজ্ঞ, সংশয়বাদী বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ।
- আবেগী, যুক্তিবাদী ও উদাসীন মানুষের কাছে ভিন্ন উপায়ে সত্য উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

এই বোঝাপড়া দাওয়াতের ভাষা, ধরণ ও উপস্থাপনার কৌশল নির্ধারণে সহায়তা করে।

৬.১.২ ব্যক্তিগত পটভূমি বিশ্লেষণ

একজন দা'য়ী যদি গ্রহীতার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবগত থাকেন, তবে তার বক্তব্য আরও গ্রহণযোগ্য হয়।

- সংস্কৃতি, রীতিনীতি ও স্থানীয় প্রথার প্রতি সংবেদনশীলতা দেখানো দাওয়াতকে কার্যকর করে তোলে।
- অনুপযুক্ত শব্দ বা আচরণ এড়িয়ে স্নিগ্ধ ও প্রাসঙ্গিক ভাষায় আহ্বান জানানো প্রজ্ঞার প্রতিফলন।

৬.১.৩ ভুল ধারণা ও পূর্বানুমান চিহ্নিতকরণ

মানুষের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা, পক্ষপাত ও বিভ্রান্তি দাওয়াতের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

- এসব ভুল ধারণা ধৈর্য ও প্রমাণভিত্তিক যুক্তির মাধ্যমে দূর করতে হবে।
- সংশোধনের জন্য উপযুক্ত সময় ও মৃদু ভাষা নির্বাচন করতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ প্রতিরোধ নয়, গ্রহণে আগ্রহী হয়।

৬.২ 'আল-হিকমাহ' (প্রজ্ঞা): কোমলতা, প্রজ্ঞা ও ব্যবহারের ভারসাম্য

৬.২.১ আল-হিকমাহ-এর ধারণা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

'হিকমাহ' অর্থ গভীর বোধশক্তি, অন্তর্দৃষ্টি ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

- ইসলামে দাওয়াতের মূলভিত্তি হলো প্রজ্ঞা; যা কুরআনে স্পষ্টভাবে নির্দেশিত —

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

- *(সূরা আন-নহল, আয়াত ১২৫)*
  "তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।"

- রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন ছিল প্রজ্ঞা ও কোমলতার সর্বোত্তম উদাহরণ।

৬.২.২ দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার ব্যবহার

দা'য়ীকে সর্বদা স্থান, কাল ও ব্যক্তির মানসিকতা বিবেচনা করতে হবে।

- শিক্ষার স্তর, সামাজিক অবস্থান ও মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী বক্তব্য নির্বাচন করা প্রজ্ঞার অংশ।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা— কোনটি আগে বলা প্রয়োজন, কোনটি পরে।
- ভাষা এমন হতে হবে যা হৃদয় ছুঁয়ে যায়, কিন্তু কারও আত্মসম্মানে আঘাত হানে না।

৬.২.৩ কোমলতা ও কঠোরতার মধ্যে ভারসাম্য

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সর্বাধিক কোমল অথচ দৃঢ় নীতির প্রতীক।

- তাঁর দাওয়াত কখনো রূঢ় হয়নি, বরং যুক্তি ও মমতার সমন্বয়ে ছিল।
- তবে প্রয়োজনে দৃঢ় অবস্থানও গ্রহণ করেছেন, যাতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠিত থাকে।
- এই ভারসাম্যই আল-ওয়াসাতিয়্যাহ (মধ্যপন্থা) — ইসলামের এক অপরিহার্য নীতি।

৬.২.৪ প্রজ্ঞাপূর্ণ যোগাযোগের মূলনীতি

- আন্তরিকতা ও মমতা নিয়ে উত্তম উপদেশ প্রদান করা।
- শ্রোতার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, কারণ দাওয়াত একতরফা বক্তব্য নয়— এটি সংলাপ।
- হাসি, দৃষ্টি, ভঙ্গিমা— সবকিছু যেন বার্তার সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণ করে তোলে।

৬.৩ সংশয় নিরসন: প্রশ্নোত্তর ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার শিল্প

৬.৩.১ উত্তম বিতর্ক (بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن) এর নীতিগত ভিত্তি

- বিতর্কের উদ্দেশ্য কখনো জয়লাভ নয়; বরং সত্যের প্রতিষ্ঠা ও বিভ্রান্তি দূরীকরণ।
- প্রতিপক্ষের প্রতি সম্মান, শালীনতা ও বিনয় বজায় রাখা ইসলামী নৈতিকতার অংশ।

৬.৩.২ যুক্তি ও প্রমাণের ব্যবহার

- কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত।
- আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে ইসলামের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা দাওয়াতকে আধুনিক প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

৬.৩.৩ সংশয় মোকাবিলার প্রজ্ঞা

- প্রচলিত প্রশ্নের জবাব প্রস্তুত রাখতে হবে যুক্তি ও নম্রতার সঙ্গে।
- গৌণ বিষয়ে বিতর্ক না করে মূল বিশ্বাস—তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত—এ ফোকাস করা উচিত।

৬.৩.৪ দা'য়ীর মানসিক প্রস্তুতি

- ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস ও সঠিক জ্ঞান—এ তিনটি দা'য়ীর অন্তর্নিহিত শক্তি।

- আত্মিক প্রশান্তি ও বিনয় তাকে যুক্তির চেয়ে অধিক প্রভাবশালী করে তোলে।

৬.৪ ধাপে ধাপে দাওয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি (তারতিব)

৬.৪.১ তারতিবের মূলনীতি: ঈমানের ভিত্তি দৃঢ় করা

- প্রথমেই আহ্বান তাওহীদ ও রিসালাতের দিকে, যা ইসলামী দাওয়াতের কেন্দ্রবিন্দু।
- ইবাদত, আচার-আচরণ ও নৈতিক শিক্ষা ধীরে ধীরে প্রবর্তন করা উচিত।

৬.৪.২ মক্কী ও মাদানী দাওয়াতের শিক্ষা

- মক্কী দাওয়াত ছিল বিশ্বাস ও হৃদয় গঠনের উপর ভিত্তি করে, যেখানে তাওহীদ ছিল মূল বার্তা।
- মাদানী পর্বে সামাজিক ন্যায়, আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।
- দা'য়ী এই দুই পর্যায়ের শিক্ষাকে যুগোপযোগীভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

৬.৪.৩ ব্যক্তিগত ও দলগত দাওয়াতে তারতিবের প্রয়োগ

- ব্যক্তিগত দাওয়াতে সম্পর্ক, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- দলগত দাওয়াতে সংগঠন, পরিকল্পনা ও সম্মিলিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বার্তা ছড়িয়ে দিতে হবে।

অধ্যায় ৭: চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা (Challenges and Obstacles in Da'wah)

৭.১ সমাজে দা'য়ী হওয়ার চ্যালেঞ্জ

- **ব্যক্তিগত নৈতিকতা ও চারিত্রিক মান বজায় রাখার চাপ**
  - দা'য়ীর ব্যক্তিগত ত্রুটি ও বিচ্যুতির কারণে দাওয়াতের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস।
  - সমাজে উন্নত আচরণের রোল মডেল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চ্যালেঞ্জ।
- **সামাজিক চাপ ও বিচ্ছিন্নতা**
  - দা'য়ী হওয়ার কারণে বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে সমর্থন না পাওয়া।
  - ইসলাম সম্পর্কে সমাজের ভুল ধারণা বা নেতিবাচক মনোভাবের কারণে সৃষ্ট চাপ।
- **সমালোচনামূলক চোখ এবং অপপ্রচারের মোকাবিলা**
  - দা'য়ী কর্তৃক প্রচারিত বার্তার ভুল ব্যাখ্যা বা উদ্দেশ্যমূলক বিকৃতি।

৭.২ প্রযুক্তি ও আধুনিকতার প্রভাব

- **তথ্যের আধিক্য এবং মনোযোগের অভাব**
  - অসংখ্য কনটেন্টের ভিড়ে দাওয়াতী বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সমস্যা।
  - সামাজিক মাধ্যম এবং ইন্টারনেটে দাওয়াতের গভীরতার অভাব।
- **দ্রুত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল সংস্কৃতি ও নৈতিক চ্যালেঞ্জ**
  - পশ্চিমা মূল্যবোধের দ্রুত বিস্তারের ফলে সৃষ্ট নৈতিক দুর্বলতা।
  - দাওয়াতে ডিজিটাল সরঞ্জাম ব্যবহারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলোর ভারসাম্য।
- **তথ্য ও প্রমাণের মানদণ্ড**
  - ইন্টারনেটে প্রচারিত অসত্য ও বিকৃত তথ্যের মোকাবিলা করে সঠিক জ্ঞান প্রতিষ্ঠা।

৭.৩ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সীমাবদ্ধতা

- **আর্থিক সংস্থান এবং স্থিতিশীলতার অভাব**
  - দাওয়াতী কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় তহবিলের স্বল্পতা।
  - পূর্ণকালীন দা'য়ীদের জীবনধারণের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ।
- **সময় ও জনবলের স্বল্পতা**
  - পেশাগত জীবনের পাশাপাশি দাওয়াতী কাজ পরিচালনায় সময়ের অপূর্ণতা।
  - দক্ষ ও প্রশিক্ষিত দা'য়ীর অভাব।
- **সুবিধার বৈষম্য**
  - গ্রামীণ বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে দাওয়াত পৌঁছানোর অবকাঠামোগত সমস্যা।

৭.৪ ধর্মীয় বিতর্ক ও ভুল বোঝাবুঝি মোকাবিলা

- **আন্তঃধর্মীয় বিতর্ক ও ভুল বোঝাবুঝি**
  - ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন।
  - সহাবস্থানের নীতি বজায় রেখে দাওয়াত প্রদান।
- **মুসলিমদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য (ফিরকাবন্দী)**
  - বিভিন্ন মাযহাব বা ফিরকার মধ্যে মতবিরোধের কারণে ঐক্যের অভাব।
  - ঐক্যের ডাক দিয়ে দলীয় সংকীর্ণতা পরিহারের কৌশল।
- **ইসলামের মৌলিক বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা**
  - জিহাদ, নারী অধিকার, ও শাস্তির বিধান নিয়ে সৃষ্ট সংশয় নিরসন।

৭.৫ রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার প্রভাব

- **রাষ্ট্রীয় নীতি ও বিধিনিষেধের প্রভাব**
  - ধর্মীয় স্বাধীনতা সীমিত হলে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা।
  - সরকার বা প্রশাসনের সন্দেহের কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা।
- **সামাজিক সংঘর্ষ ও নিরাপত্তাহীনতা**
  - সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার মধ্যে শান্তির বার্তা পৌঁছে দেওয়া।
  - দাওয়াতী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের চ্যালেঞ্জ।

- **রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা**

• দাওয়াতকে রাজনৈতিক লক্ষ্য থেকে দূরে রেখে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিকে ফোকাস করা।

৭.৬ ধর্মীয় চরমপন্থা ও বিদ্বেষ মোকাবিলা

- **উগ্রবাদ ও চরমপন্থার ভুল ব্যাখ্যা সংশোধন**

• ইসলাম শান্তির ধর্ম— এই বার্তাটি চরমপন্থীদের কর্মকাণ্ডের বিপরীতে প্রতিষ্ঠা করা।

• উগ্রবাদীদের অপপ্রচারের মোকাবিলা করে সাধারণ মুসলিমদের রক্ষা।

- **ইসলামোফোবিয়া (Islamophobia) বা বিদ্বেষমূলক প্রচারণার প্রভাব**

• পশ্চিমা বিশ্বে বা অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে ইসলামের প্রতি ভীতি দূর করা।

• বিদ্বেষের মোকাবিলায় ধৈর্য, প্রজ্ঞা ও ইতিবাচক সংলাপের ব্যবহার।

- **দা'য়ীদের মধ্যে ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা প্রতিষ্ঠা**

• নিজেদের বক্তব্য ও কাজে কঠোরতা পরিহার করা।

এই অধ্যায়ে আলোচিত চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতাগুলো কেবল দা'য়ী বা দাওয়াতী কাজের বাহ্যিক বাধা নয়, বরং এগুলো হলো উম্মাহর অভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি ও প্রজ্ঞার জন্য এক একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র (Testing Ground)।

• সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য এই নয় যে দাওয়াতের অপরিহার্যতাকে দুর্বল করা; বরং উদ্দেশ্য হলো, এই কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দাওয়াতী পদ্ধতিকে আরও বাস্তবমুখী, টেকসই ও প্রজ্ঞাপূর্ণ (Hikmah-based) করে তোলা।

• দাওয়াতের পথে যেকোনো প্রতিবন্ধকতাকে নিম্নোক্ত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মোকাবিলা করতে হবে:

• প্রতিরোধের কৌশল (Mitigation Strategy): চিহ্নিত প্রতিটি চ্যালেঞ্জের (যেমন: প্রযুক্তিগত প্রভাব, ভুল বোঝাবুঝি) জন্য দা'য়ীকে সঠিক ও সময়োপযোগী কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। এটি প্রমাণ করে যে দাওয়াত একটি স্থবির প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি গতিশীল এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম।

• সুযোগ হিসেবে গ্রহণ (Reframing as Opportunity): অনেক চ্যালেঞ্জই (যেমন: সামাজিক মাধ্যমের বিস্তার) আসলে দাওয়াতের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। দা'য়ীকে এই সমস্যাগুলোকে 'ফিতনা' হিসেবে না দেখে 'দাওয়াতের নতুন প্ল্যাটফর্ম' হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ খুঁজে নিতে হবে।

• অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধতা ও প্রস্তুতি (Self-Correction and Preparation): সব সমস্যার মূলে থাকে দা'য়ীর জ্ঞান, ধৈর্য ও নৈতিকতার ঘাটতি। অতএব, সমস্ত প্রতিকূলতার আলোচনা শেষ পর্যন্ত দা'য়ীর আত্ম-পর্যালোচনা এবং চরিত্র সংশোধনের গুরুত্বকেই জোরদার করে।

অধ্যায় ৮: দা'য়ীর প্রভাব ও অবদান (Impact and Contributions of a Da'i)

৮.১ স্থানীয় সম্প্রদায়ে দা'য়ীর প্রভাব

- স্থানীয় সমাজে ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ প্রসারের ক্ষেত্রে দা'য়ীর ভূমিকা অপরিহার্য। কোরআনে আল্লাহ বলেন, **"ইমানদাররা পরস্পরকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানাবে"** (সূরা আস-সাফ: 2)। দা'য়ীর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ ন্যায়, সততা ও সহমর্মিতার চর্চায় উৎসাহিত হয়।
- সাহাবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমাণ করেছেন যে ইসলামের নীতি মেনে সমাজের দরিদ্র ও অসহায়দের সহায়তা করা একটি দা'য়ীর মূল দায়িত্ব।
- স্থানীয় মসজিদ বা ইসলামিক সোসাইটির মাধ্যমে শিক্ষামূলক ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, যেমন দারুল কোরআন ক্লাস বা খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম।

তথ্যসূত্র:

1. কোরআন, সূরা আস-সাফ: 2
2. ইবনে হিব্বান, "সিহাহুল কবির", খণ্ড ২, পৃঃ ১৫৮

৮.২ যুব সমাজ ও শিক্ষার্থীদের উপর প্রভাব

- দা'য়ী নবীন প্রজন্মকে ইসলামী নৈতিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে চরিত্র গঠনে সহায়ক। কোরআনে উল্লেখ আছে, **"তোমরা পরস্পরকে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ে আহ্বান করো"** (সূরা আল-ইমরান: 104)।
- সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) যুবসমাজকে ইসলামের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়মিত হাদিস শিক্ষা প্রদানে সক্রিয় ছিলেন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ ও নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য দা'য়ী বিভিন্ন শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও ক্লাব পরিচালনা করেন।

৮.৩ আন্তর্জাতিক প্রভাব ও উদাহরণ

- আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ে দা'য়ীর কার্যক্রম ইসলামের ইতিবাচক চিত্র প্রচারে অবদান রাখে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
- সালাফদের জীবন থেকে দেখা যায়, সাহাবী উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বিদেশে ইসলামের বার্তা প্রচারে কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছিলেন।
- আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা ও ফোরামে দা'য়ীর গবেষণা ও দাওয়াতি কার্যক্রম ইসলামের শান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে।

৮.৪ সমাজ সংস্কার ও নৈতিক প্রভাব

- দা'য়ী সমাজের দুর্নীতি, অনৈতিকতা ও অসামাজিক আচরণের বিরুদ্ধে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করেন। কোরআনে উল্লেখ আছে, **"নাজিল হয়েছে আল্লাহর নির্দেশ, যাতে তুমি মানুষকে ন্যায় ও সৎ পথে আহ্বান করো"** (সূরা আন-নাহল: 125)।
- নারীদের শিক্ষা, সামাজিক অধিকার এবং দরিদ্রদের সহায়তা দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার আনে।
- সালাফদের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী, সাহাবী উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ও দারিদ্র্য দূরীকরণে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

৮.৫ দা'য়ীর শিক্ষা ও গবেষণায় অবদান

- দা'য়ী ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- কোরআন ব্যাখ্যা, হাদিস ও ইসলামী থিওলজি সংক্রান্ত গবেষণা এবং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।
- আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ও সেমিনারে দা'য়ী গবেষণামূলক অবদান প্রদর্শন করে এবং শিক্ষার্থীদের দাওয়াত ও সমাজ সংস্কারের প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

অধ্যায় ৯: উপসংহার (Conclusion)

৯.১ আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ (Summary of Findings)

বর্তমান গবেষণা, "আমরা কিরূপ দা'য়ী হব", দাওয়াত ইলাল্লাহ-কে কেবল একটি ধর্মীয় আহ্বান হিসেবে নয়, বরং একটি ব্যাপক, সুসংগঠিত ও কৌশলগত আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই থিসিসের অনুসন্ধানগুলো দা'য়ীর বহুমাত্রিক ভূমিকা এবং কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় গভীর জ্ঞান, নৈতিক প্রস্তুতি ও ব্যবহারিক দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করেছে।

আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, আদর্শ দা'য়ী হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত মূল বিষয়গুলোর সমন্বয় অপরিহার্য:

- মৌলিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি (অধ্যায় ৩ ও ৪): নবী ও সাহাবাদের (রা.) দাওয়াতের ধারা অনুসরণ করে একজন দা'য়ীকে অবশ্যই ধৈর্য, জ্ঞান, নৈতিকতা এবং সততার মতো মৌলিক গুণাবলী ধারণ করতে হবে। একই সাথে, তাকওয়া, ইবাদত এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসার মাধ্যমে মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি অর্জন করা আবশ্যক। এই গুণগুলো দা'য়ীকে অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা প্রদান করে।
- বহুমাত্রিক পদ্ধতি ও কৌশল (অধ্যায় ৫ ও ৬): দাওয়াত কার্যকর করতে এটি শুধুমাত্র বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বরং পরিবার থেকে শুরু করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে দাওয়াতের পদ্ধতিকে সম্প্রসারিত করতে হবে। প্রজ্ঞা (আল-হিকমাহ), উত্তম উপদেশ এবং গ্রহীতার মনস্তত্ত্ব বোঝার কৌশলগুলিই সফল দাওয়াতের মূল চাবিকাঠি।

- চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও প্রভাব বিস্তার (অধ্যায় ৭ ও ৮): আধুনিক চ্যালেঞ্জ (যেমন: প্রযুক্তিগত প্রভাব, চরমপন্থা, বিদ্বেষ) চিহ্নিত করার মাধ্যমে এই থিসিস প্রমাণ করেছে যে দাওয়াত একটি ঝুঁকিপূর্ণ মিশন। তবে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার মাধ্যমেই দা'য়ী স্থানীয় সম্প্রদায়, যুব সমাজ এবং বৃহত্তর সমাজে সফল সমাজ সংস্কারক হিসেবে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারেন।

৯.২ দা'য়ীদের জন্য করণীয় সুপারিশ (Actionable Recommendations for Du'āt)

এই গবেষণার চূড়ান্ত বিশ্লেষণ থেকে দাওয়াতী কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য দা'য়ীদের প্রতি নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট সুপারিশসমূহ প্রদান করা হলো:

- **১.** আত্ম-পর্যালোচনা ও নৈতিক দৃঢ়তা: দাওয়াত শুরু হোক দা'য়ীর নিজের জীবন থেকে (তাযকিয়াতুন নফস)। ব্যক্তিগত জীবনে কঠোরতা পরিহার করে মধ্যপন্থা (আল-ওয়াসাতিয়্যাহ) এবং সততা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে দা'য়ীর জীবনই দাওয়াতের নীরব সাক্ষী হয়।

- **২.** বহুমুখী জ্ঞানার্জন ও প্রশিক্ষণ: দা'য়ীদের জন্য কেবলমাত্র ধর্মীয় জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। তাদের সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্ম এবং ডিজিটাল মিডিয়া কৌশল বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা আবশ্যক। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমন্বয়ই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষমতা বাড়াবে।

- **৩.** কৌশলগত ও প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক দাওয়াত: দাওয়াতকে কেবল মসজিদের সীমানা থেকে বের করে এনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র ও সামাজিক মাধ্যমকে প্রধান প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। দাওয়াতী বার্তা

এমনভাবে তৈরি করতে হবে যা সংশ্লিষ্ট প্ল্যাটফর্মের প্রকৃতি এবং গ্রহীতার ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার সঙ্গে মানানসই হয়।

৯.৩ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দাওয়াতের দিকনির্দেশনা (Guidance for Future Generations of Da'wah)

এই থিসিস ভবিষ্যৎ দা'য়ীদের এবং ইসলাম নিয়ে গবেষণার জন্য নিম্নলিখিত মৌলিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে:

- **ক.** প্রথাগত থেকে পেশাদারিত্বে রূপান্তর: দাওয়াতী কাজকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা শখের স্তর থেকে তুলে এনে একটি সুসংগঠিত, অর্থনৈতিকভাবে টেকসই এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে রূপান্তর করতে হবে। পূর্ণকালীন দা'য়ীদের জন্য পেশাদার প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা জরুরি।
- **খ.** মানবিক মূল্যবোধের ওপর ফোকাস: ভবিষ্যৎ দাওয়াতকে বিতর্ক ও ফিরকাবন্দীর বিষয়গুলো থেকে সরে এসে ইসলামের ন্যায়বিচার, মানবতা, পরিবেশ রক্ষা এবং নৈতিক উৎকর্ষের মতো সর্বজনীন মূল্যবোধগুলোর ওপর জোর দিতে হবে। এই বিষয়গুলোই আধুনিক, অনুসন্ধিৎসু মনকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে।
- **গ.** প্রজ্ঞা ও মধ্যপন্থাকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ: দাওয়াতের ক্ষেত্রে 'আল-হিকমাহ' নীতিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। উগ্রবাদ, বিদ্বেষ বা অসহিষ্ণুতা নয়; বরং ধৈর্য, বিনয় ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামের পথে আহ্বান করতে হবে, যেমনটি নির্দেশ করেছেন আল্লাহ তাআলা: "আপনি আপনার প্রভুর পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।" (সূরা নাহল, ১২৫)

মোটকথা, আমরা কিরূপ দা'য়ী হব তার উত্তর হলো: আমরা হব এমন দা'য়ী, যারা হবেন জ্ঞান, নৈতিকতা ও প্রজ্ঞার প্রতিচ্ছবি। যারা তাদের ব্যক্তিগত জীবন,

উন্নত আচরণ এবং কৌশলগত পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মানুষের মাঝে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেবেন এবং কেবল এই ইহলৌকিক জীবনে নয়, বরং পরকালীন মুক্তির পথেও মানবতাকে নেতৃত্ব দেবেন।

অধ্যায় ১০: তথ্যসূত্র

ক. বাংলা তথ্যসূত্র

১. আল-কুরআন

- সূরা আশ-শারহ, আয়াত ৬
- সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৩৯
- সূরা আন-নাহল, আয়াত ১২৫, ১২৭
- সূরা ইউসুফ, আয়াত ১০৮
- সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪, ১৫৯
- সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৯৯
- সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১১৯
- সূরা তাহা, আয়াত ১৩১
- সূরা আত-তাকওয়া, আয়াত ১০৫

২. সহীহ বুখারী - হাদীস নং ৬৯, ৭১, ১৪৬৯, ৩২৩১, ৬০৯৪, ৬১১৪, ৩০২১, ৩৪৬১

৩. সহীহ মুসলিম - হাদীস নং ২৫৩৫, ২৫৯৩, ২৬১৪, ২৯৬৭, ৫৬

৪. ইবনে মাজাহ- হাদীস নং ২৩৫৮

৫. ইমাম গাযযালী, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন

- অধ্যায়: ইবাদত ও আধ্যাত্মিক মনোভাব
- অধ্যায়: আখলাক ও সাবর
- অধ্যায়: দাওয়াত পদ্ধতি ও কলাকৌশল

৬. ইবনুল কাইয়্যিম, মাদারিজুস সালিকিন(অধ্যায়: মনোবল ও ধৈর্য, অধ্যায়: সমাজ ও দাওয়াত)

৭. ইবনে ইশাক, সিরাতুন নবী - পৃঃ ২৭০–২৮০

৮. সিরাতুন্নবী, ইবনে ইশাক, খণ্ড ১, পৃ. ২৭০)
৯. ইমাম আজ্জাহাবী, মারকাযুল ফিকহ, খণ্ড ২
১০. ইবনে হিব্বান, সিহাহুল কুবরা, খণ্ড ১

খ. ইংরেজি তথ্যসূত্র

১. Al-Quran (Translated by M.A.S. Abdel Haleem)
2. Sahih al-Bukhari, translated by Muhammad Muhsin Khan
3. Sahih Muslim, translated by Abdul Hamid Siddiqui
4. Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari (Commentary on Sahih Bukhari)
5. Imam Al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din, “Worship and Spirituality” / “Ethics and Patience” / “Dawah Methods and Skills”
6. Ibn Qayyim al-Jawziyya, Madarij as-Salikin, “Moral Strength and Patience” / “Society and Dawah”
7. Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah (The Life of the Prophet), English Translation by A. Guillaume
8. Imam Al-Zahabi, Markaz al-Fiqh, Vol. 2
9. Ibn Hibban, Sihah al-Kubra, Vol. 1

গ. অনলাইন তথ্যসূত্র

1. Quran.com – https://quran.com
2. Sunnah.com – https://sunnah.com
3. Islamic Studies Resources – https://www.alim.org
4. Al-Islam.org – https://www.al-islam.org
5. Archive.org (Classical Islamic Texts) – https://archive.org

6. আল-জাযিরাহ ইসলামিক পোর্টাল। https://www.aljazeera.net/islam (অ্যাক্সেসের তারিখ: ৯ অক্টোবর ২০২৫)।

7. IRF Official Website। https://www.irf.net (অ্যাক্সেসের তারিখ: ১০ অক্টোবর ২০২৫)।